



43147 - ব্যক্তিগতভাবে নামায আদায়ের ওপর জামাতে নামায আদায়ের ফযলিত সংক্রান্ত হাদিসগুলোর মাঝে সমন্বয়

প্রশ্ন

সহি বুখারীতে দুটো হাদিস রয়েছে; ফাতহুল বারীর সংখ্যায়ন অনুযায়ী ৬৪৫ নং ও ৬৪৬ নং। ৬৪৫ নং হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “ব্যক্তিগত নামাযের ওপর জামাতে নামাযের মর্যাদা ২৭গুণ”। আর ৬৪৬ নং হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “ব্যক্তিগত নামাযের ওপর জামাতে নামাযের মর্যাদা ২৫ গুণ”। আশা করি আপনারা ব্যাখ্যা দাবিনে ও স্পষ্ট করবেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

প্রথম হাদিসটি আব্দুল্লাহ বনি উমর (রাঃ) এর হাদিস। এটি ইমাম বুখারী (৬১৯) ও ইমাম মুসলিমি (৬৫০) বর্ণনা করেছেন। হাদিসটির ভাষ্য হচ্ছে: **صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة** (ব্যক্তিগত নামাযের চেয়ে জামাতে নামায ২৭ গুণ বেশি উত্তম)।

আর দ্বিতীয় হাদিসটি আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এর হাদিস। সটে ইমাম বুখারী (৬১৯) বর্ণনা করেছেন। হাদিসটির ভাষ্য হচ্ছে: **صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة** (ব্যক্তিগত নামাযের ওপর জামাতে নামাযের মর্যাদা ২৫ গুণ)।

আলমেগণ এ হাদিসদ্বয়ের মাঝে সমন্বয় করেছেন। ইমাম নববী বলেন: হাদিসদ্বয়ের মধ্যে সমন্বয়ের তনি পদ্ধতি:

এক: দুটো হাদিসের মধ্যে কোন সংঘর্ষ নাই। যহেতে কমে সংখ্যা উল্লেখ বেশি সংখ্যা উল্লেখকে নাকচ করে না। আর উসুলবিদদের নকিট সংখ্যাগত মরম বাতলি।

দুই: প্রথমে তনি কমে সংখ্যাটির কথা জানিয়েছেন। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে অতিরিক্ত ফজলিতরে কথা জানালে তখন তনি সটে অবহতি করেন।

তনি: মুসল্লি ও নামাযের অবস্থাভেদে এ ফজলিতরে তারতম্য ঘটবে। কারো কারো নামায হয় ২৫ গুণ। আর কারো কারো নামায হয় ২৭ গুণ। এটি নামাযের পূর্ণতা, নামাযের কাঠামোগুলো পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করা, নামাযের একাগ্রতা, মুসল্লিদের সংখ্যা



বশে হওয়া ও তাদের মর্যাদা উচ্চ হওয়া এবং স্থানরে মর্যাদা ইত্যাদভিদে। আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।[আল-মাজমু (8/৮8)]

এগুলো ছাড়াও হাদিসদ্বয়রে মাঝে সমন্বয়রে আরও কিছু দকি রয়েছে। এর কোন কোনটি পূর্ববক্ত দকিগুলোর শাখা। ইবনে হাজার (রহঃ) ফাতহুল বারী গ্রন্থে (২/১৩২) অন্য একটি দকিকে প্রাধান্য দয়িছেনে যা ইমাম নববী উল্লেখ করেননি। সটে হচ্ছঃ: সশব্দে তলোওয়াক্ত নামায়রে জন্য ২৭ গুণ; আর চুপে চুপে তলোওয়াক্ত নামায়রে জন্য ২৫ গুণ।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।